আলমডাঙ্গায় প্রেমিকের বিয়ের খবরে কলেজ ছাত্রীর অনশন

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে প্রেমিকের বিয়ের খবর প্রকাশ হওয়ার পর বিয়ের দাবিতে অনশনে বসেছেন এক কলেজছাত্রী। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা ২৪ ঘণ্টা ওই শিক্ষার্থীর অনশনকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের গোলজার হোসেনের ছেলে নয়ন (২০) এবং বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের হায়েত আলী মন্ডলের মেয়ে কলেজছাত্রী শারমিন আক্তারের (১৮) মধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের সময় নয়ন শারমিনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিল। সম্প্রতি নয়ন গোপনে অন্যত্র বিয়ের উদ্যোগ নিলে এ খবর জানাজানি হয়। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে শারমিন প্রেমিকের বাড়ির সামনে গিয়ে অনশনে বসে পড়েন।

শারমিন অভিযোগ করে বলেন, “নয়নের সঙ্গে আমার পাঁচ বছরের সম্পর্ক। সে আমাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং সেই বিশ্বাসে আমরা একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি। এখন অন্যত্র বিয়ে করার চেষ্টা করায় আমি ন্যায়বিচারের দাবিতে অনশনে বসেছি।”

এ ঘটনা জানাজানি হলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। দুই পরিবারের সদস্যরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তবে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘটনার পর পুরো এলাকায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। অনশন চলাকালে শিক্ষার্থীর দৃঢ় অবস্থান এবং প্রেমিকের পরিবারের নীরবতা নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরে গলায় রশি দিয়ে আত্মাহত্যা, কলেজ ছাত্রী পূজার

গলায় রশি দিয়ে আত্মাহত্যা করেছেন কলেজ ছাত্রী পূজা সরকার। রবিবার এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর পালপাড়ায়।

জানা যায়, পূজা সরকার কোটচাঁদপুর সলেমানপুর গ্রামের বিশ্বজিৎ সরকারের মেয়ে। আর বিশ্বনাথ একই পাড়ার নাড়ু শর্মার ছেলে। তারা একই ক্লাসের ছাত্র । দুইজনই বর্তমানে এইচএসসি পরীক্ষার্থী। ওই দুই জনের মধ্যে দীর্ঘ ৩ বছর প্রেম।

এক বছর হল বিয়ে হয়েছে তাদের। এরপর বিশ্বনাথের পরিবার মেনে নিলেও মেয়ের পরিবার ছিলেন শক্ত অবস্থানে। সম্প্রতি তৃতীয় পক্ষের সমঝোতায় উভয় পরিবারের মধ্যে মিমাংসা হয়। আত্মীয়তাও শুরু হয় দুই পরিবারে।

এরমধ্যে শনিবার শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসেন পূজা সরকার। রবিবার এ ঘটনা ঘটিয়েছেন সে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মৃতের শ্বশুর নাড়ু শর্মা।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক শারমিন আক্তার বলেন,পূজাকে মৃত অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন,তাঁর স্বজনরা।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হারুন অর রশিদ বলেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের খবরে আমরা গিয়ে ছিলাম। ময়না তদন্তের জন্য মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পারিবারিক কারনে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় কলেজ ছাত্রীকে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]